শৈলকুপায় পার্কে ৭ম শ্রেনীর ছাত্রী ধর্ষিত, থানায় মামলা, দু জন গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় একটি পার্ক অসামাজিক কার্যকলাপের আস্তানা হিসাবে গড়ে উঠেছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করছে।

উপজেলার ছোট ধলহরা গ্রামের ব্লু-ম্যান গ্রামীণ শিশু পার্ক নামের এই জায়গা বেড়াতে গিয়ে ৭ম শ্রেনীর এক ছাত্রী দফায় দফায় ধর্ষনের শিকার হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অরিফুল ইসলাম খাঁ ও রতন মন্ডল নামের দুজন ধর্ষক কে গ্রেপ্তার করেছে। রতন মন্ডল এই পার্কটির ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্বে রয়েছে।

পুলিশ ও ভিকটিমের স্বজনরা জানায়, শৈলকুপার ধাওড়া হাইস্কুলের ৭ম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে কাশিনাথপুর গ্রামের ইসলাম খাঁনের পুত্র আরিফুল ইসলাম ও ছোট ধলহরাচন্দ্র গ্রামের সিরাজের ছেলে রিয়াজ নামে দু যুবক স্কুলে যাওয়া আসার পথে উত্যক্ত করতো। ছাত্রীর বাবা প্রতিবাদ করায় তাকে হুমকি দিত।

গত ৪ এপ্রিল ওই ছাত্রী গ্রামের পার্কে গেলে তাকে একটি কুঠিরে নিয়ে ধর্ষন করে আরিফুল। ধর্ষনের দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও করে রাখে। ভিডিও ভাইরালের ভয় দেখিয়ে ব্লাক মেইল করতে থাকে। ঈদের দিন পার্কে বেড়াতে গেলে আরিফুল ও রিয়াজ ওই ছাত্রীকে ভয় দেখিয়ে পার্কের ভিতরে একটি কুঠিরে নিয়ে আবারও ধর্ষন করে ।

এতে ছাত্রীটি গু–রুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধর্ষনের ঘটনায় পার্কের কর্মচারি ছোট ধলহরা গ্রামের ইন্জাল মন্ডলের ছেলে রতন মন্ডল সহায়তা করে। মেয়েটির বাবা বৃহষ্পতিবার রাতে শৈলকুপা থানায় তিন জনকে আসামী করে মামলা করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাতেই আরিফুল ও রতন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে। রিয়াজ পালিয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
ধর্ষিতা কিশোরীর বাবা জানিয়েছেন, ইদের দিন পার্কে গিয়ে তার কিশোরী কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়, এসবের ভিডিও করে পরিবার কে ব্লাকমেইলিং করে আসছিল ধর্ষকরা। তিনি দ্রুত পার্কের নামে অসামাজিক কার্যক্রমের আস্তানা বন্ধের দাবি সহ ন্যায় বিচার চেয়েছেন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিনুল ইসলাম জানিয়েছে কিশোরী মেয়েটিকে নানা প্রলোভনে দফায় দফায় ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ভিডিও ধারণ করে ব্লাকমেইলিং করে আসছিল ।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর আগে শৈলকুপা উপজেলার ৮নং ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের ছোট ধলহরা গ্রামে ব্লু-ম্যান গ্রামীণ শিশু পার্ক ও আবাসন প্রকল্প নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তবে পার্ক টি চালু হবার পরপরই নানা বিতর্ক ওঠে এখানকার কার্যক্রম নিয়ে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পার্কে বেড়াতে এসে এক শ্রেণীর মানুষ ব্লাকমেইলিং করতে থাকে দর্শনার্থীদের । আস্তে আস্তে পার্কের নামে এখানে অসামাজিক কার্যক্রম শুরু হয় ।

নেশাক্তদের আড্ডার পাশাপাশি ভ্রাম্যমান পতিতাদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পার্কটিতে বেশ কিছু ছোট খুপড়ি গোপন ঘর দেখা গেছে। এসব ঘরে উঠতি বয়সী তরুন-তরুনীরা টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও কখনো কখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে থাকে। এতে এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । তারা এসব কাজে বাধা দিতে থাকে । তবে পার্কটির দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার(গ্রেফতারকৃত) রতন মন্ডল প্রভাব খাঁটিয়ে এসব অসামাজিক কাজ চালিয়ে আসছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ ।

স্থানীয় বাসিন্দা মহিউদ্দিন জোয়ার্দ্দার জানান, পার্কে নামে এখানে অসামাজিক কার্যক্রম চলছে, এতে উঠতি বয়সীদের মাঝে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এলাকার সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফুল ইসলাম জানান, এটি মিনি পতিতালয় হিসাবে পরিণত হয়েছে, এটি বন্ধের জন্য অবিলম্বে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়েছে।

ব্লু-ম্যান গ্রামীণ পার্কটির পরিচালক হিসাবে নাম রয়েছে মোস্তফা আজমল মুকুলের আর মালিক হিসাবে সৈয়দ লাবু নামের আমেরিকা প্রবাসী এক ব্যাক্তি বলে জানা গেছে। তবে বর্তমানে পুলিশের হাতে গ্রেফতারকৃত পার্কটির ম্যানেজার রতন মন্ডলই সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন।

এসব ঘটনায় পার্কের মালিক সৈয়দ লাবুর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শৈলকুপায় স্ত্রীর দায়ের করা নারী নির্যাতন মামলায় কথিত সাংবাদিক গ্রেফতার

দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাসায় স্ত্রীকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে দায়ের হওয়া নারী নির্যাতন মামলায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় স্থানীয় ও মাঠের কথিত সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় দেওয়া এইচ এম ইমরান হোসাইনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে কবিরপুর মোড়ের একটি কেরাম খেলার দোকান থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এইচ.এমইমরান শৈলকুপা পৌর এলাকা কবিরপুরের তালেব মোল্যার ছেলে। সে আজকালের খবর সহ বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল এবং ৭১ টিভির শৈলকুপা প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, স্ত্রীর দায়ের করা নারী নির্যাতন মামলায় এইচ এম ইমরান নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

মামলারবাদী এইচ এম ইমরানের স্ত্রী সানজিদা সুপ্তি জানান, দীর্ঘদিন ধরে তার স্বামী তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছে। গত মাসে তাকে শরীরিক নির্যাতন করে ঘরে আটকে রাখে। চিকিৎসার জন্য তার বাবা মা তাকে আনতে গেলেও তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে ৯৯৯ এ ফোন করলে শৈলকুপা থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করার পর ঝিনাইদহ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এরপর ঝিনাইদহ কোর্টে মামলা করলে শৈলকুপা থানা পুলিশ তদন্ত শেষে গত ৩০ তারিখে মামলাটি এজাহার ভূক্ত করেন বলে জানান।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে সিএনজি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত-১

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ভাটই-বাজার পুলিশ ফাঁড়ির কাছে এক সড়ক দুর্ঘটনায় ইঞ্জিল শামীম (৪০) নামে এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন।

তিনি নড়াইলের কালিয়া উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ওমর শেখের ছেলে। শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ঝিনাইদহে গোবিন্দপুর গ্রামের পলি খাতুন ও শহরের চাকলাপাড়া গ্রামের পরিমল কুমার নামে দু’জন আহত হন।

ঝিনাইদহ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান সিএনজি ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কোটচাঁদপুরে ডিজিটাল আইনে মামলায় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আটক

কোটচাঁদপুরে পুলিশের হাতে আটক হয়েছেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহিন। গতকাল শনিবার স্থানীয় মেইন বাসস্ট্যান্ড থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর থানার এসআই জাহিদ হোসেন কোটচাঁদপুর মেইন বাসস্ট্যান্ড থেকে আটক করা হয় শাহিনকে। তার নামে মহেশপুর থানায় ডিজিটাল আইনে মামলা ছিল। যার নাম্বার ৫৫। তারিখ -১৮-১২-২০২১। বর্তমানে মামলাটি ডিবিতে রয়েছে।

১৮ ডিসেম্বর সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল এর পিএস সুফল কুমার বিশ্বাস বাদি হয়ে মহেশপুর থানায় ডিজিটাল আইনে মামলা করেন।

ওই মামলার আসামি করা হয় দুই জনকে। যার মধ্যে রয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজের ভাইপো আতিয়ার রহমান সুমন। সুমন একই বর্তমানে মামলায় জেলে রয়েছে ।

অন্যজন হচ্ছেন কোটচাঁদপুর উপজেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহিন। শাহিন কোটচাঁদপুর রেলস্টেশন পাড়ার শেখ ফজলুর রহমানের ছেলে।

বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে ঈদ উপহার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বলরামপুর গ্রামের শিল্পী আবিদ স্মৃতি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও পূর্নবাসন কেন্দ্রের ১৫০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শিল্পী আবিদ স্মৃতি প্রতিবন্ধী ও পূর্নবাসন বিদ্যালয়ের সভাপতি এবং ঝিনাইদহ জেলা শাখার মানবাধিকার কমিশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খোদাবক্স এর সভাপতিত্বে নিধান শর্মা এর সঞ্চালনায় শনিবার পূর্নবাসন কেন্দ্রের খাদ্য সামগ্রী বিতরণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৬ নং ফলসী ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান অ্যাড. বজলুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক মাহাবুব মুরশেদ শাহিন, বাবু বিশ্বনাথ সাধুখা সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ হরিনাকুন্ডু থানা শাখা, হরিণাকুন্ডু উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক জাফিরুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, শিল্পী আবিদ স্মৃতি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ও পূর্নবাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক স্থানীয় গণমাণ্য ব্যক্তিবর্গসহ আরও অনেকেই।

দর্শক টানতে নতুন সাজে ঝিনাইদহের জোহান ড্রীম ভ্যালি পার্ক

“ঈদ মানেই খুশি ঈদ মানেই আনন্দ” ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নিতে তরুণ-তরুণীদের একটি বড় অংশ পার্কে কিম্বা কোন দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে যায়।

আবার অনেক পরিবার কর্মব্যস্ততার কারণে ঘুরতে বের হবার সময় পায়না তারাও ঈদে পার্কে ঘুরতে আসে। দিন শেষে পার্ক বা বিনোদন কেন্দ্র গুলো মিলন মেলায় পরিনত হয়।

আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দর্শনাথীদের বিনোদনের খোরাক যোগাতে নানা প্রস্তুতি নিচ্ছে ঝিনাইদহের বিনোদন কেন্দ্রগুলো।

এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৃহৎ বিনোদনকেন্দ্র জোহান ড্রীম ভ্যালি পার্ক ঈদের দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী দর্শক টানতে নানা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

চলছে ধোয়া-মোছা, পরিচর্যা আর নতুন নতুন রাইডার স্থাপনের কাজ। গত কয়েক মাসের দর্শক খরায় লোকসানের হিসাব চোকানোর উদ্দেশ্যে সকাল থেকে রাত অবধি নানা পরিচর্যায় ব্যস্ত পার্কের শ্রমিক কর্মচারীরা।

পার্কের সত্বাধীকারী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, আমরা এই ঈদে জোহান পার্কে নতুন করে সংযোগ করছি খুলনা বিভাগের সর্ববৃহৎ স্পীড বোর্ড। নতুন করে আমরা রাইড স্থাপন করছি।

রোলার কোস্টার শুরু করেছি। এছাড়াও পার্কে এসে যেন দর্শনার্থীরা আনন্দ উপভোগ করতে পারে এজন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া হয়েছে বিশেষ ছাড়।

পার্কের ম্যানেজার হাসানুজ্জামান বাবু বলেন, এবারের ঈদে দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে সকল প্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রায় ৩০০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত এ পার্কে ভিআইপি পিকনিত স্পট রয়েছে।

এছাড়াও এখানে রয়েছে জেট কোস্টার, কেইভ ট্রেন, পাইরেট শীপ, প্যাডেল বোট, ওয়াটার রিক্সা, ফানি এ্যাডভেঞ্চার, নাগর দোলা, সুইং চেয়ার, কিডস জোনসহ নানা রাইডস। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেওয়া হয়েছে বিশেষ ছাড়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, শহরের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছে। যেকোন প্রকার বিশৃঙ্খলা এড়াতে পুলিশ সদা তৎপর থাকবে।

কোটচাঁদপুর আল-আমিন একাডেমির ইফতার মাহফিল

কোটচাঁদপুরে আল-আমিন একাডেমির উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার আল-আমিন একাডেমির অধ্যক্ষ মোয়াবিয়া হোসাইনের সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজনীতিক ও সমাজসেবক অধ্যাপক মতিয়ার রহমান। বক্তব্য রাখেন তালসার কাজী লুৎফর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক (অব:) আজিজুর রহমান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো: নুরুজ্জামান, হাজী সমিতির সভাপতি গোলাম রসুল, আবু বকর ও সাংবাদিক কামাল হাওলাদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শরিফুর রহমান খাঁন টিটো।

কোটচাঁদপুরে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও পথ শিশুদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ

দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী ও পথ শিশুদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করেছেন তারুণ্যের আলো নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। শুক্রবার কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে এ সব বিতরণ করেন সংগঠনটি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংঠনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয়, পরিচালক ফারজানা আনিকা, সংগঠেনর সভাপতি জুবায়ের হাসান, সাধারন সম্পাদক মারজুক মোরশেদ (পরাগ), যুগ্ন সম্পাদক জারিন তাসনিম, তৌফিকুর রহমান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহকারী পরিচালক ফাহিম শাহরিয়ার মন্ময়, শাহরিয়ার অর্নব, মাহমুদুল হাসান, রুখসানা রহমান, তাহিয়া পারভেজ, শশী এসেনিন, কামরুনাহার রিতু, রিফাত আহম্মেদ।

সংঠনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয় বলেন, ২০২০ সালে করোনা কালিন সময়ে মানুষের পাশে দাড়াতে কয়েক বন্ধু মিলে তারুণ্যের আলো সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা। হাটি হাটি পা পা করে আজ সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪৩ জনে দাড়িয়েছে।

তিনি বলেন, সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও মানবিক কাজ করে যাচ্ছেন। যার মধ্যে রয়েছে করোনা কালিন সময়ে অসহায় মানুষের ত্রান বিতরণ, পথশিশু ও দুস্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরন। সামনের দিনে এ ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকবে বলে জানালেন হৃদয়।

এ বছর সংগঠনটি ২২২টি পরিবারের হাতে তুলে দিবেন ঈদ উপহার। যার মধ্যে থাকছে চাল, ডাল, তৈল, আলু, পেয়াজ, গুড়ো দুধ, সেমাই, চিনি, নুডুলস।

এ ছাড়া পথশিশুদের মাঝে বিতরণ করবেন নতুন বস্ত্র। সংগঠনটি মূলত মানুষের জন্য কিছু করার মানুষিকতা নিয়ে চলতে শুরু করেছে। যতদিন সম্ভব মানুষের যে কোন আপোদকালীন সময়ে তাদের পাশে থাকার দৃঢ প্রতিজ্ঞ তারা।

কোটচাঁদপুরে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে এমপি চঞ্চলের মতবিনিময় ও ঈদ উপহার প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর আ.লীগের তৃনমূল নেতা- কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও ঈদ উপহার প্রদান করেছেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন মিলনায়তনে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগের সভাপতি শরিফুন্নেছা মিকির সভাপতিত্বে এই মতবিনিমিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলীর পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিাসবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, পৌর আ.লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পেীর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, সাবেক যুবলীগ নেতা মীর কাশেম আলী সহ উপজেলা ও পেীর আ.লীগের নেতৃবৃন্দ ।

অসহায় মানুষের পাশে থাকতে চান মানবিক পুলিশ মিরাজুল ইসলাম

বাংলাদেশ পুলিশ ঝিনাইদহ জেলার একজন গর্বিত সদস্য এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম। জন্মস্থান মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার চৌগাছা গ্রামে। তার পিতার নাম মৃত হাফিজুর রহমান। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান।

চাকরির জীবনের বেশ সময় ধরে তিনি করে চলেছেন বিভিন্ন মানবিক কর্মকান্ড যা মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনিং রিক্রুট কনস্টেবল হিসেবে যোগদান করেন ২০১২ সালের ১২ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকরি করে তিনি বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশে কর্মরত আছেন। তিনি ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমানুষের কাছে এক অত্যন্ত পরিচিত নাম মানবিক পুলিশ এএসআই মিরাজুল ভাই হিসাবে।

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বুধবার ঝিনাইদহের বেশ কয়েকটি পরিবারের মাঝে ঈদের শুভেচ্ছা উপহার হিসাবে খাদ্য সামগ্রী,পরিধেয় বস্ত্র,ও নগদ অর্থ প্রদান করেন।

তবে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে ধোপাবিলা গ্রামের শৈলমারি পাড়ায় মৃত গিয়াস উদ্দিন এর বাড়িতে গেলে। গিয়াস উদ্দিন এর স্ত্রী ফিরোজা খাতুন সংবাদকর্মীদের বলেন, পুলিশ ভাই এসেছিলেন আমার এবং আমার প্রতিবন্ধী সন্তানের খোঁজ খবর নিতে।

তখন তিনি জানতে পারেন যে আমি আমার তিন সন্তানকে নিয়ে খুব কষ্টে মানুষের নিকট হাত পেতে দিনযাপন করছি। পুলিশ ভাই আমার কথা শোনার পর আমাকে বলেন দেখি আপনার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।

আজকে পুলিশ ভাই আমার দোকানে মালামাল উঠিয়ে দেন যা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তিনি আমাকে আমার ব্যবসার মূলধন দিয়েছেন। আজকে থেকে আর আমাকে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।

পুলিশ ভাই আমাকে এর পাশাপাশি ঈদের বাজার করার জন্য নগদ কিছু টাকাও প্রদান করেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে মিরাজুল ভাই সহ সকল

পুলিশ সদস্যের জন্য দোয়া করি তিনি যেন সকলকে সুস্থ্য ও ভালো রাখেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশ পুলিশের এএসআই মোঃ মিরাজুল ইসলাম বলেন, যখন আমি অসহায় মা-বোনদের দেখি তখন নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে বোনের কথা মনে পড়ে।

যদি এই জায়গাতে আমার নিজের বোন নিজের মা থাকতেন তাহলে আমি কি করতাম। তাই মানবিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে এমন কাজ করি এবং ভবিষ্যতেও এমন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখতে চাই।